মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দদের জন্য

বাজেট বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ নোট-১

বাজেট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক: ২০১৮-১৯

প্রকাশকাল: জুন, ২০১৮

বাজেট পর্যালোচনা: কৃষি

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষিনির্ভর দেশ এবং কৃষি খাত এই দেশের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং দেশের জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে প্রথমে আমাদের একটি লাভজনক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি খাতের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য সামগ্রিক কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব এবং প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষি খাত বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৪১% এর কর্মসংস্থান এর উৎস (লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৫-১৬)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষির উন্নয়নে বেশ কিছু সুদূর প্রসারী এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উন্নতমানের এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ - এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি সংক্রান্ত উচ্চমানের গবেষণাকেও বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। খরা এবং লবণাক্ততা সহনীয় প্রজাতি তৈরিতে, স্বল্প মেয়াদী শস্য এবং বৈরী আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম প্রজাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গবেষণা চলমান রয়েছে। পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই লবণাক্ততা সহনীয় এবং স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন শস্য প্রজাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই বিশেষ শস্য প্রজাতিসমূহ দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত অঞ্চলে কৃষির সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে।

কৃষি উপকরণের জন্য ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি উপকরণের যথাযথ সরবরাহ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ সরকারের গৃহীত সফল পদক্ষেপ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সেচকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা, কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুত ব্যবস্থা (স্টোর হাউজ) নির্মাণের মত সময়োপযোগী পদক্ষেপ সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বন উপখাত সমুহের সম্মিলিত রূপ হল কৃষি খাত। এইসব উপখাতের জন্য পৃথক নীতি প্রণীত হয়েছে যথা- জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১, জাতীয় পাটনীতি ২০০২, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৮, সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা ২০১৭ ইত্যাদি। এই প্রেক্ষিতে, ফসল উপখাতের সঠিক উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশে কৃষি মন্ত্রনালয় কর্তৃক জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এবং জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১২ প্রণীত হয়েছে। এই সকল কৃষি নীতি সমূহের

অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন যোগ্য টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি নির্ভর শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা, খাদ্য সংকট নিরসনে কৃষি বহুমুখীকরণ ইত্যাদি। কৃষি নীতির এই সকল উদ্দেশ্যের সাথে বাজেটের অর্থ বরাদ্দ কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ, তা বিশ্লেষণের আবশ্যকতা রয়েছে। আসুন এবার এক নজরে বাংলাদেশের কৃষির সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি:

এক নজরে বাংলাদেশের কৃষি পরিসংখ্যান

মোট পরিবার	২,৮৬,৯৫,৭৬৩
মোট কৃষি পরিবার	১,৫১,৮৩,১৮৩
মোট আবাদযোগ্য জমি	৮৫,৬০,৯৬৪.৭৫ হেক্টর
মোট সেচকৃত জমি	৭৪,০৬, ৮২২.৮৭ হেক্টর
আবাদযোগ্য পতিত	২,১০,০২৭.৯২ হেক্টর
ফসলের নিবিড়তা	১৯২%
এক ফসলি জমি	২৩,৫৪,৮২১.৭৪ হেক্টর
দুই ফসলি জমি	৩৮,৪৭, ২৭৪.৪৯ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	১৭,১৫,৪৩০.৩৮ হেক্টর
নিট ফসলি জমি	৭৯,৩০,০৭১.৬৩ হেক্টর
মোট ফসলি জমি	১,৫২,৪৫, ৮৪১.৯৩ হেক্টর
জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান	১৪.৭৫%
মোট খাদ্য শস্যের উৎপাদন	চাল ৩৪৭.১০১ লক্ষ মেট্রিক টন গম ১৩,৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা ২৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন

উৎস: এআইএস ২০১৭, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ -২ শাখা (১২ জানুয়ারি ২০১৭)

মোট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি খাতে মোট বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৬ হাজার ২৬০ কোটি টাকা যা বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। এ খাতের মধ্যে রয়েছে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পরিবেশ ও বন, ভূমি এবং পানি সম্পদ উপখাত। গত অর্থবছর গুলোতে মোট বরাদ্দ টাকার অংকে বাড়লেও মোট বাজেটে শতাংশ হিসেবে কৃষি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমছে।

সারণি ১: বাজেটে কৃষি (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মোট বাজেট	কৃষিখাতে মোট বরাদ্দ	মোট বাজেটের %	বৃদ্ধির হার %
২০১০-১১	১২৮,২৬৮	১২,৯৫৭	১০.১	
২০১১-১২	১৫২,৪২৮	১৪,৬৭১	৯.৬	১৩.২
২০১২-১৩	১৭৪,০১৩	১৯,৬৮৭	১১.৩	৩৪.২
২০১৩-১৪	১৮৮,২০৮	১৭,২৭৭	৯.২	-১২.২
২০১৪-১৫	২০৪,৩৮০	১৫,৯২৬	৭.৮	-৭.৮
২০১৫-১৬	২৩৮,৪৩৩	১৭,৮৭৭	৭.৫	১২.৩
২০১৬-১৭ (হি.)	২৬৯,৪৯৯	১৬,৮৯৩	৬.৩	১২.১
২০১৭-১৮ (স.)	৩৭১,৪৯৫	২১,০৩৪	৫.৭	২৪.৫
২০১৮-১৯ (প্র.)	৪৬৪,৫৭৩	২৬২৬০	৫.৭	২৪.৮

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু বাজেট বরাদ্দের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মোট টাকার অঙ্কে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪,৩২৩.৮৫ কোটি টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই বরাদ্দ দাঁড়ায় ৫,৪৫৪.৮১ কোটি টাকায়। এই সময়ে উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হারে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ৪৬১.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ২১,০৩৪ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ এর প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ কম । অবশ্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভর্তুকি

কৃষিখাতে ভর্তুকি কৃষকের জন্য একটি সুখকর বিষয়। গত অর্থবছরের মত এবারও কৃষিখাতে ভর্তুকি রাখা হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা যদিও চলতি অর্থবছরে (২০১৭-১৮) সংশোধিত বাজেটে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে। নিম্নের সারণীটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

সারণি ২: কৃষিখাতে ভর্তুকি (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রস্তাবিত	সংশোধিত	সংশোধিত (প্রস্তাবিত বাজেটের %)	সংশোধিত বৃদ্ধির হার (%)
২০১০-১১	৪,০০৬	৫,৭০০	১৪২.৩	
২০১১-১২	৪,৫০০	৬,৫০০	১৪৪.৪	১৪.০
২০১২-১৩	৬,০০০	১২,০০০	২০০	৮৪.৬
২০১৩-১৪	৯,০০০	৯,০০০	১০০	-২৫.০
২০১৪-১৫	৯,০০০	৯,০০০	১০০	০.০
২০১৫-১৬	৯,০০০	৭,০০০	৭৭.৮	-২২.২
২০১৬-১৭	৯,০০০	৬,০০০	৬৬.৭	-১৪.৩
২০১৭-১৮	৯,০০০	৬,০০০	৬৬.৭	০
২০১৮-১৯	৯,০০০	-		

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

এডিপি বরাদ্দের পর্যালোচনা

বাংলাদেশ বর্তমানে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে চলমান কর্মকৌশল ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যেমন দরকার, তেমনি উচ্চফলনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবন, অভিযোজন কৌশল ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং লবণাক্ততা, জলমগ্নতা ও খরাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের সূচিত ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে এডিপিকে কৃষি খাত ১৪৫টি প্রকল্প চালু রয়েছে যার ভেতর বিনিয়োগ প্রকল্প ১২৮ টি এবং কারিগরী ১৭ টি প্রকল্প।

সারণি ৩: কৃষিখাতে এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	কৃষিখাতে বরাদ্দ	মোট এডিপি	কৃষি খাতে বরাদ্দ মোট এডিপির %
২০১০-১১	২,৯১০	৩৪,০০২	৮.৬
২০১১-১২	৩,১৯৬	৩৮,৬৪৮	৮.৩
২০১২-১৩	৩,৫২০	৫০,৭৭২	৬.৯

২০১৩-১৪	৪,০৭১	৬০,০০০	৬.৮
২০১৪-১৫	৪,৩৭৩	৬০,৭৫১	৭.২
২০১৫-১৬	৫,৬২১	৭৯,৩৫১	৭.১
২০১৬-১৭ (স.)	৭,১৮৯	১১০,৭০০	৬.৫
২০১৭-১৮ (স.)	৫২৯৮.৯৪	১,৪৮,৩৮১	৩.৬
২০১৮-১৯ (প্র.)	৭০৭৬.২২	১,৭৩,০০০	৪.১

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন।

কৃষিখাতে ২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ সালে মোট এডিপির ৮.৬ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে এই অনুপাত ক্রমবৃদ্ধিমান ধারা অনুসরণ করে, ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট এডিপির ৮.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে তা কমে ৬.৮ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরের পর থেকে কৃষিখাতে বরাদ্দ মোট এডিপির শতাংশে কমে গেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কৃষিখাতে বরাদ্দ মোট এডিপির ৪.১ শতাংশ।

চিত্র ১: কৃষি খাতে এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়) এবং মোট এডিপির শতাংশ

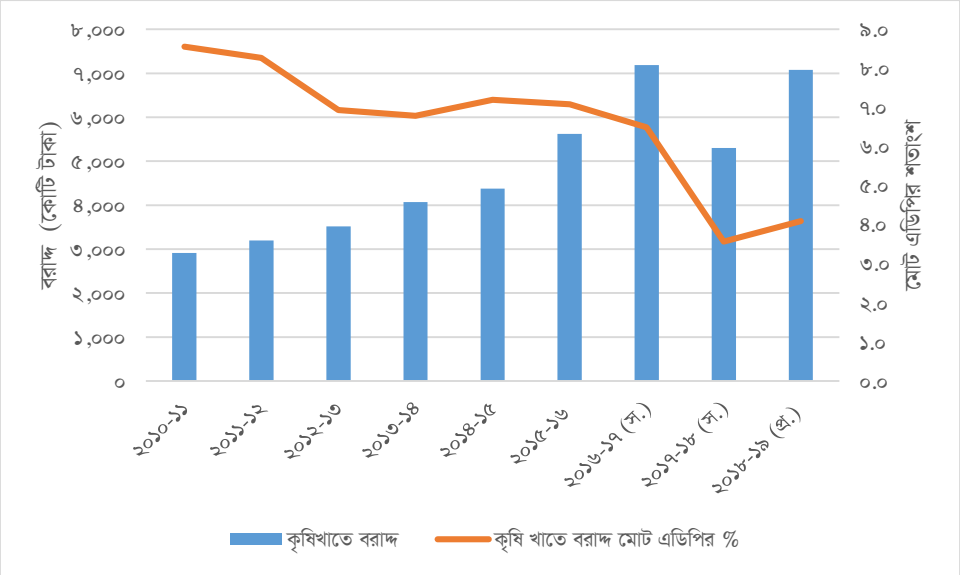

সূত্র: বাজেট সার-সংক্ষেপ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অবধারিতভাবেই অর্থনীতির ঝোঁক কৃষি থেকে শিল্পের দিকে যাবে এটি স্বাভাবিক। ফলে মোট উন্নয়ন বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অংশ কমে আসবে এটি স্বাভাবিক হলেও, বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণে কৃষি খাতের ভূমিকা এবং জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ অংশটির উপার্জনের জন্য এ খাতের উপর নির্ভরশীলতার দিকটি নীতি নির্ধারকদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আলোকে পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষিখাতের পরিচালন ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য তা হ্রাস পেয়েছে। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষিখাতের উন্নয়ন ব্যয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোয় ৫টি কার্যনীতি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো হলঃ

- ✓ কৃষি গবেষণা এবং শিক্ষা কর্মসূচি

- ✓ কৃষি সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ
- ✓ গুণগত মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, মান প্রমিতকরণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ
- ✓ কৃষি সহায়তা এবং পুনর্বাসন
- ✓ ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি

চিত্র ৩: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রক্ষেপণ

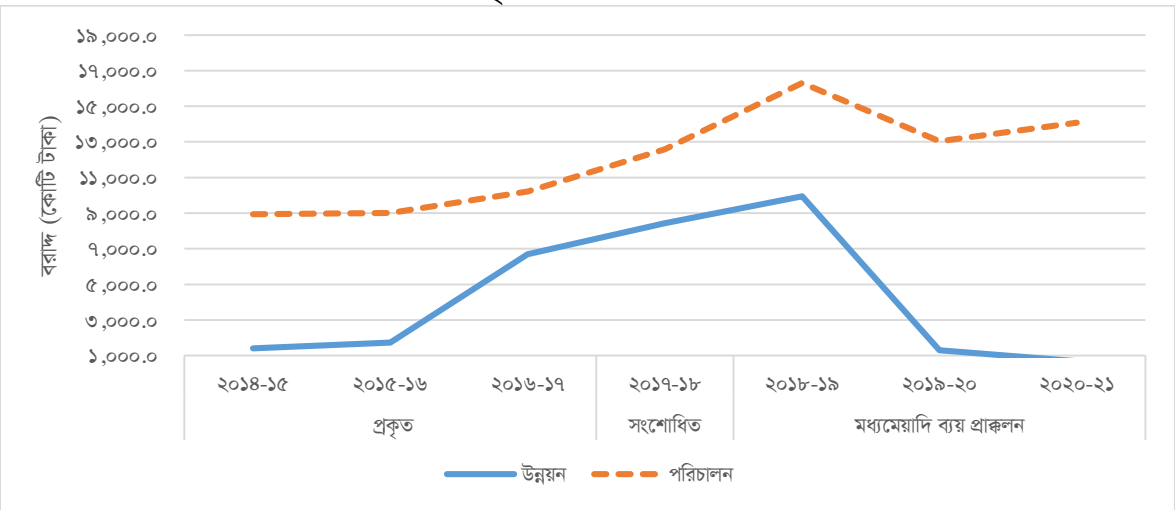

সূত্র: মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে কৃষি

বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাভজনকতা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে অনুসারে এ মেয়াদে টেকসই কৃষির জন্য সুবিধা সৃষ্টি, ক্রপ জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ভাল বীজ, সার এবং পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, খামার যান্ত্রিকীকরণ, ফসলোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, কুলিং ভ্যান এবং কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং কৃষি খাতে গবেষণা এবং সম্প্রসারণ এর কাজ বর্ধিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। কৃষি ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিকীতে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সম্পদের বরাদ্দের প্রক্ষেপণ দেখানো হল।

সারণি-৪: ৭ম পঞ্চবার্ষিকীতে কৃষি ক্ষেত্রে এডিপির প্রক্ষেপণ (কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/সেক্টর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
কৃষি	১৮৪	২৭৫	৩২৮	৩৮৪	৪৫১
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ	৮৪	৮৭	১০৪	১২২	১৪৩
ভূমি	২০	২৪	২৯	৩৪	৪২
পানি	৩০৬	৪১০	৪৮৯	৫৭৩	৬৭৩
মোট	৫৯০	৭৯৭	৯৪৯	১১১৩	১৩০৪

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীন এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে আরও সম্পৃক্তকরণ এবং ধান, পাট ব্যতিত অন্যান্য ফসলের গবেষণার আওতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।